কা । না । ডা

প্রবাসে মৃত্যু সংবাদ

জসিম মল্লিক *টরন্টো থেকে*

১৭ ফেব্রুয়ারি। আমার অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের অদূরেই রয়েছে একটি সুবিশাল শপিংমল। যেখানে প্রায় সবকিছুই পাওয়া যায়; এমনকি ওয়াকিং ক্লিনিক এবং ফ্যামিলি ডাক্তারও রয়েছে। আমি আর আমার বন্ধু মানিকগঞ্জের ছেলে সাইদুর রহমান কফি খাচ্ছিলাম ফুডকোর্টে বসে। মলের ভেতরে সাইদুরের একটি গ্রোসারি স্টোর রয়েছে। এটাই কানাডার কোনো বাঙালির একমাত্র গ্রোসারি যা কি না মলের অভ্যন্তরে অবস্থিত। কফি খেতে খেতে দেখা হলো আকবরের রাশিয়ান স্ত্রীর সঙ্গে। হন্তদন্ত হয়ে যাচ্ছিলেন, বিমর্ষ মুখমন্ডল। চমৎকার বাংলা বলেন ভদ্রমহিলা। আকবর ভাই হচ্ছেন বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

যাই হোক, আকবর ভাইয়ের স্ত্রীকে (নামটা মনে করতে পারছি না) জিজ্ঞেস করলাম, ভাবি কেমন আছেন?

ভালো নাই ভাই।

কেন কী হয়েছে?

খবর শোনেন নাই!

না তো!

আমার শাশুড়ির অবস্থা তো ভালো না।

কী হয়েছে তার?

হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। আমরা কালকে বাংলাদেশ যাচ্ছি।

আকবর ভাই আর আমি একই বিল্ডিং-এ থাকি। উল্লেখ্য যে, মাস তিনেক আগেও রাষ্ট্রীয় সফরে খন্দকার দেলোয়ার হোসেন এবং তার স্ত্রী সালেহা বেগম কানাডা ঘুরে গেছেন। ছেলের কাছে কয়েকদিন থেকেও গেছেন। একদিন আমাদের সঙ্গে অনেক গল্পও হয়েছে। আকবর ভাইয়ের মা তখন বলে গেছেন, 'আবার বেড়াতে আসবো। বাবা তোমাদের দেখে খুব ভালো লেগেছে। তোমরা মিলে মিশে থেকো।' এখান থেকে তারা নিউইয়র্ক হয়ে দেশে ফিরে যান। আকবর ভাই ১৮ ফেব্রুয়ারি স্ত্রী এবং দুই কন্যাসহ ক্যাথে প্যাসিফিক এয়ারলাইন্সে রওয়ানা হয়ে গেছেন। যাওয়ার সময় বলে গেছেন, তার মা হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে আইসিইউতে আছেন। আমরা প্রার্থনা করি, আকবর ভাই যেনো তার মাকে দেখতে পান। এতদূর থেকে ছুটে গিয়ে যেন মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত না হন। আমরাও যেনো আবার তাকে কানাডায় দেখতে পাই। এই ঘটনাটির উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, যারা দূর প্রবাসে থাকেন, বিশেষ করে নর্থ

প্রবাসীদের প্রতি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবনযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় অভিজ্ঞতার কথা জানান। লিখুন দূতাবাস সমস্যা, ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন, বিদেশী বন্ধু বা বান্ধবীর কথা। দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। লেখার সঙ্গে ছবি দিন। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।

- বিভাগীয় সম্পাদক

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.

email :
info@shaptahik2000.com

কো । রি । য়া

মনের সুখ এবং বাস্তবতা

ভিসা থাকাকালীন খেতাম, কাজ করতাম, ঘুমাতাম, বিনিময়ে লোভনীয় একটা বেতন পেতাম। ভালোই কেটে যাচ্ছিল। কখন যে কিভাবে বৈধতার সময় শেষ হয়ে অবৈধ হলাম টেরই পেলাম না। অবৈধভাবে যেহেতু আছি কখনো কাজ আছে, কখনো নেই এভাবেই সময় যাচ্ছে। কোরিয়াতে বেশির ভাগ ফ্যাক্টরি সিজনাল হঠাৎ কখনো ব্যস্ত আবার কখনো ব্যস্ততা হ্রাস পায়। এই যখন অবস্থা একদিন অব্যস্ততার সময় 'তন্দুকসান' নামক লোকাল বাজারে ঘুরছি, হঠাৎ খিদে অনুভব করায় 'লোটেরিয়া' নামক ফাস্টফুডের দোকানে ঢুকলাম এবং অর্ডার দিয়ে বসে আছি, কিছুক্ষণ পর সিরিয়াল নম্বর এলে, খাবার এনে খেতে শুরু করলাম। একজন কোরিয়ান এলো, অনুমতি নিয়ে পাশে বসতে চাইল এবং বসল। শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে বলতে লাগলো সপরিবারে বাংলাদেশ থেকে গত সপ্তাহে সে ফিরেছে। ব্যক্তিগত সফরে গিয়েছিলো। প্রসঙ্গক্রমে স্বদেশ সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলাম। সে যা জবাব দিল খুবই কষ্ট পেলাম। লোকটা শিক্ষিত এটা বুঝলাম, তবে অপ্রিয় হলেও কথাটা বলেছে, তাহলো 'তোদের দেশে ভিক্ষুক ছাড়া কিছুই নেই'। শুধু ভিক্ষাই চায় না সঙ্গে গায়ে স্পর্শ করতে চায়'। যা সত্যি বিশ্বাস করা যায় না। জানি, আমরা গরিব। তবে সে যে অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছে তা সত্যি আমাদের জন্য লজ্জাজনক এবং অবমাননাকরও বটে। আমিও তো বাংলাদেশী। আরেক কোরিয়ান ফ্যামিলির সঙ্গে আমার পরিচয় হলো Seoul Grand Park-এ। আমাদের মতো তারা এসেছিল ঘুরতে। ঘোরাফেরা শেষ করে খেতে বসলাম পাশাপাশি একটি স্থানে। শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে যখনই জানালো বাংলাদেশী তারা আমাকে আবারও অভিবাদন জানালো এবং বলতে শুরু করলো 'তোমরা পৃথিবীতে ১ নং সুখী দেশ' হিসেবে স্বীকৃত। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম সেটা কিভাবে? উত্তরে ভদ্রলোক জানালেন তোমরা আর্থিকভাবে আমাদের চেয়ে গরিব। তবে মনের দিকে থেকে তোমরা সবার উর্ধ্বে। তোমরা অল্পতে সন্তুষ্ট থাকো, একজনে কষ্ট করে সবাইকে সুখী করার চেষ্টা করো। তোমরা মা-বাবা, ভাইবোন সবাই একই পরিবারে বসবাস করো, যত কষ্টই করো না কেন তবু তোমরা আলাদা হতে চাও না। প্রশ্ন করলাম, তুমি এটা কিভাবে জানলে। তখন ভদ্রলোক স্থানীয় একটি চিঠির বরাত দিল এবং ডকুমেন্টারি অনুষ্ঠানের কথা বলল। ঐ অনুষ্ঠানে দেখানো হয়েছিল গরিব হলেও মনের দিক থেকে আমরা এক নম্বর সুখী।

কামাল হোসেন কামাল, hossain47@hanmail.net, ttp. 82-010-31417-1477

আমেরিকায়, তাদের জন্য বাংলাদেশটা সত্যি অনেক দূর। মনটা সবসময় ছায়া সুনিবিড় গৃহকোণে পড়ে থাকলেও প্রয়োজনের সময় পথের দূরত্ব যেনো শেষ হতে চায় না। তার ওপর রয়েছে প্লেনের টিকেট পাওয়ার সমস্যা। আর্থিক দিকটাও বিবেচ্য। এসব অনেক কারণ মিলিয়ে প্রায়শই আপনজনের 'শেষ মুখদর্শনটা' হয়ে ওঠে না। একজন প্রবাসীর জন্য এরচেয়ে বড় ট্রাজেডি আর কিছু হতে পারে! অনেকের সঙ্গেই কথা বলে যখন জানতে পারি যে সে তার মায়ের মৃত্যুর সময় কাছে থাকতে পারেনি বা একবার জন্মদায়িনীকে শেষবারের মতো দেখতে পারেনি তখন মনটা হু হু করে ওঠে। তার মা হয়তো সন্তানের জন্য পথ চেয়ে ছিলেন, মৃত্যুশয্যায় শুয়ে ভেবেছেন, আহা, আমার সোনা, আমার যাদু, একটি বার যদি আমার কোলের কাছে আসতো! হয়তো সবার অজান্তে চোখ বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে। এ রকম কতোজনেরই তো মা-বাবা-ভাই- বোন, আত্মীয়- বন্ধু চলে যান। সুদূর প্রবাসে বসে যখন ভাবেন আমি আর কোনোদিন আমার মাকে দেখতে পাবো না, কোনোদিন আমার জন্য দরজায় দাঁড়িয়ে পথ চেয়ে থাকবে না আমার মা, তখন তার বুকের হাহাকার বড়ই বেদনার। '...আমি দুনিয়া ছাড়ি যেতে পারি, তোকে আমি ছাড়বো না...' গানের কথা তখন মিথ্যে হয়ে যায়। মৃত্যু বড়ই নির্মম, বড়ই অনিবার্য। নাহলে আমার বোনটা কেন মরে গেলো! ওর তো এতো তাড়াতাড়ি মরে যাওয়ার কথা ছিল না! ও কেন মরে যাবে! আমি আর কোনোদিন, কখনোই আমার বোনকে দেখবো না, এটা কি হয়! এটা কি হতে পারে! ওতো আমার অনেক প্রিয় ছিল। কি এমন বয়স হয়েছিল ওর! আমার তিন/চার বছরের বড় মাত্র। আমার আরো বড় তিন ভাই-বোন তো রয়েছে। ওতো শুধু আমার বোনই ছিল না, আমার বন্ধুও ছিল। ছোটবেলায় কত ঝগড়া করেছি দু'জনে! আমার এই বোনের গল্পের একমাত্র বিষয় ছিলাম আমি। আমি যা কিছু করতাম, তাতেই ওর সায় ছিল। আমাকে নিয়ে ওর গল্পের কোনো শেষ ছিল না। গত ৮ ডিসেম্বর ২০০৪-এ যখন শুনলাম আমার বোনটা আর নেই, তখন নিজেকে বড্ড অসহায় আর নিঃস্ব মনে হলো। আমি আমার সমস্ত ভাষা হারিয়ে ফেললাম। কয়েকদিন আগেও ওর সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়েছে। কথার চেয়ে বেশি কেঁদেছিল। কতোদিন আমাকে দেখে না এই কথা বলে কেঁদে কেটে অস্থির। ৭ ডিসেম্বর ২০০৪-এ আমি আমার বড় ভাবিকে ফোন করেছিলাম। ভাবিকে বলেছিলাম, ভাবি আপনি ফোন করে সাজুকে (আমার বোনের নাম) বলবেন, আমি ওকে কাল-পরশু ফোন করবো। সেই ফোন আমি করেছিলাম, কিন্তু সেটা মৃত্যুসংবাদ শুনে। সাজুর কণ্ঠ আর আমি শুনতে পাইনি। আর কোনোদিন শুনতেও পাবো না। আমি ঢাকা থেকে বরিশাল যখনই বাড়িতে যেতাম, গিয়েই প্রথম যেতাম সাজুর শ্বশুরবাড়ি। ওর সঙ্গে দেখা করতাম আগে। আমি গেলেই প্রথম আমাকে খেতে দিত মিষ্টি। আমি মিষ্টি তেমন পছন্দ করি না কিন্তু ওকে বলতাম না। বিদায়ের সময় রাস্তা পর্যন্ত আসতো, যতক্ষণ আমাকে দেখা যেতো তাকিয়ে থাকতো। আমি হয়তো আবার বরিশালে যাবো, কিন্তু... মান্না দে'র সেই বিখ্যাত গানটা খুব মনে পড়ছে '... ভোরবেলা তার গানে ঘুম ভাঙতো... ভাইয়ের বাজনা আর বোনের গানে, সহজ সরল সেই দিন কাটাতাম... ভাইবোন সকলেরই ভাগ্য লিখন...।' ভাইবোনের মতো মধুর সম্পর্ক পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। অনেক স্মৃতির সাগরে ভাসিয়ে আমার বোন হারিয়ে গেল এই সুন্দর পৃথিবী থেকে। অনেকেই এভাবে যায়।

আবুল হাসানের একটি বিখ্যাত কবিতার

টোকিও বৈশাখী মেলা ১৪১২

শিশু কিশোরদের দৃষ্টি আকর্ষণ

১৭ এপ্রিল ২০০৫, রবিবার, ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত

স্থান: ইকেবুকুরো নিশিগুটি পার্ক, টোকিও।
ছোটদের অনুষ্ঠান (চিত্রাঙ্কন ও সাংস্কৃতিক পর্ব)
সময় ১২.০০ থেকে ১৪.০০ পর্যন্ত।
আয়োজক : বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ সমিতি (জাপান)
বৃহত্তর ময়মনসিংহ সোসাইটি, জাপান

চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, গান, নাচ, কৌতুক, অভিনয়সহ যে কোনো বিষয়ে অংশগ্রহণে আগ্রহী শিশুদের আগাম নাম লিপিবদ্ধ করা জরুরি।
অভিভাবকদের সহযোগিতা কামনা করছি।

যোগাযোগ- ০৩-৩৯০৯-২২০৭, ০৯০-৯৩৩২-২০৩৩, ০৯০-৬১৮৬-৫১৬২
রাহমান মনি, কো-অর্ডিনেটর, ছোটদের বিভাগ
email : rahmananju@yahoo.co.jp
rahmanmoni@gmail.com

উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সময় ১১.৩০ থেকে ১২.৪৫ পর্যন্ত
আয়োজক : বাংলাদেশ সাংবাদিক-লেখক ফোরাম, জাপান
ABEC (Association of Bangladesh Ex-Cadets)
অংশগ্রহণে আগ্রহীদের অগ্রীম যোগাযোগের অনুরোধ করছি।
যোগাযোগ : ০৩-৫২৪৮-৩৯৮৮, ০৯০-৫৫৩৮-৪৮৪২
কাজী ইনসান, কো-অর্ডিনেটর (উন্মুক্ত পর্ব)

একটি লাইন আছে, 'মৃত্যু আমাকে নেবে জাতিসংঘ নেবে না...' এটা কবির একটি প্রতীকী ভাবনা। কিন্তু বাস্তবতা নির্মম, বড়ই কঠিন। মৃত্যু এমনই অমোঘ নিয়তি যে, তাকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। কিন্তু যারা প্রবাসী তাদের কাছে আপনজনের মৃত্যু অনেক বেশি সকরুণ, কারণ সে তার আপনজনকে দেখতে পেলো না, তার মৃত্যুশয্যায় বসে কপালে ভালোবাসার স্পর্শ রাখতে পারলো না। প্রবাসীরা সবসময় শঙ্কিত থাকেন কখন না-জানি কোন দুঃসংবাদ বয়ে আসে ইথারে ইথারে। আমি নিজেও সেদিনের পর থেকে অসময়ে ফোন বেজে উঠলে কেঁপে উঠি। 'লং ডিসটেন্স কল' সবসময় সুখের বার্তা বহন করে না। আমরা অনেকেই আমাদের আপনজনদের রেখে এসেছি। আবার যে সবাইকে দেখতে পাবো তা কেউ বলতে পারে না। আমার একজন আত্মীয় আছেন তিনি এই টরন্টোতেই থাকেন। প্রথম তিনি তার মায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে দেশে ছুটে যান। ফিরে এসেই শুনতে পান তার বড় ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ। এর ক'দিন যেতে না যেতেই তিনি তার বাবার মৃত্যুসংবাদ পান। আবারো ছুটে যান। এভাবেই আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হন প্রবাসীরা। প্রবাসের কঠিন জীবন, উদয়াস্ত ছুটে চলার মধ্যে স্বজন হারানোর বেদনায় নিভৃতে দু'দন্ড কাঁদারও সময় হয় না। এভাবেই আমরা বেঁচে থাকি। নিজের সন্তানের উন্নত ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আমরা প্রবাসী হই, অথচ আমরা যাদের সন্তান তারা যে কতখানি শূন্য হয়ে যান সেটা হয়তো আমরা তেমন করে ভাবি না। এই ঘূর্ণায়মান চক্রের মাধ্যমেই জীবন বয়ে চলে।

Toronto
Jasim_mallik@hotmail.com

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ
ত্রৈমাসিক
প্রবাস একাত্তর
দেশ প্রবাসের নবীন প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।
দুটি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা। বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।
যোগাযোগ
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029
191 02 sollentuna, Sweden
Tel & Fax : +46-8-6231439
E-mail : delwar.h@spray.se
ঢাকা ব্যুরো
৩/৩-বি, পুরানা পল্টন (২য় তলা)
সোলেমান কোর্ট, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৫৩৪০, ৮১৫৫২৭১, ফ্যাক্স : ৯১৪০২২৫

প্রবাস সংগঠন

বাহরাইন

আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজকরা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও জাতীয় শোক দিবস ২০০৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) বাহরাইন বৈদেশিক শাখা স্থানীয় একটি হোটেলে বিশেষ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। বিএনপি বাহরাইন বৈদেশিক শাখার সভাপতি শেখ আবদুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বিএনপি বাহরাইন শাখার পৃষ্ঠপোষক মোঃ গোলাম রব্বানী। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বিএনপি বাহরাইন শাখার উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য আবদুল মালেক তালুকদার, মোঃ গিয়াস উদ্দিন মিয়াজী, মোঃ খলিলুর রহমান, ইউসুফ হোসেন সেলিম ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের সভাপতি মীর নজরুল হক। আরো উপস্থিত ছিলেন বিএনপি বাহরাইন শাখার সহসভাপতিমন্ডলী, সম্পাদকমন্ডলী, বিভিন্ন আঞ্চলিক শাখার নেতৃবৃন্দ, যুবদল ও জিয়া পরিষদ বাহরাইন শাখার নেতৃবৃন্দ। বিএনপি বাহরাইন বৈদেশিক শাখার সম্মানিত মহাসচিব শাহ পারভেজের উদ্বোধনী বক্তৃতার মাধ্যমে দিবসটির তাৎপর্য, গুরুত্ব ও মর্যাদার ওপর বক্তারা বিশদভাবে আলোচনা করেন।

শাহ পারভেজ, পোস্ট বক্স নং- ২৩৬০৪, কিংডম অব বাহরাইন
৩৯৮৫২৬৭২, ৩৯২০৫৪৩৬ ফ্যাক্স : ১৭৮৩০২৬৭

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ, ফ্রান্স শাখা আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশের একাংশ

প্যারিস

২ মার্চ, বুধবার 139, Rue Bercy, Ministree De L'Economie Des Finance Et De L'Industrie কার্যালয়ে দাতা গোষ্ঠীর বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের অংশগ্রহণের তীব্র প্রতিবাদে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ ইউরোপ শাখা, ফ্রান্স শাখা, ছাত্র ও যুব ফ্রন্ট এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ফ্রান্স শাখার যৌথ উদ্যোগে উক্ত কার্যালয়ের সামনের পার্কে এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। আওয়ামী লীগ, ফ্রান্স শাখার সভাপতি নাজিম উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ সর্ব ইউরোপীয় ছাত্র ও যুব ফ্রন্ট, ফ্রান্স শাখার সভাপতি শিবলু বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক কনক রায়, সহসাধারণ সম্পাদক সুরজিত বড়ুয়া, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সুমন বড়ুয়া, ঐক্য পরিষদ ফ্রান্স শাখার অর্থ সম্পাদক ভূষণ বিশ্বাস। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ফ্রান্স শাখা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ কাসেম।

Uddayan Barua, President, Bangladesh Hindu Buddhist Christian, Unity Council, Europe, 14, rue Adrienne, 92230 Gennevilliers, Paris, France
Ph. 0147994925, Email : udb_04@yahoo.com

ইটালি

২০ ফেব্রুয়ারি ইটালির Firenze শহরে বাংলাদেশীদের অন্যতম সংগঠন বাংলাদেশ সমিতি ফিরেন্স, ভাষা আনন্দোলনের শহীদদের স্মরণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সমিতি, ফিরেন্স-এর যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ ফরিদ আহম্মেদ উপস্থাপনা করেন রেজাউল করিম মৃধা। আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আবুল হাসেম, আজাদ হোসেন, বজলুর রহমান, আবু সায়েম খান প্রমুখ। জনাব আজাদ বলেন,'প্রায় ২০ কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে। বাংলাদেশ এবং ভারতসহ বিভিন্ন প্রদেশে বাংলা কথা হয়। প্রবাসেও যে দু'একজন বিদেশী বাংলা কথা বলে এটাই বা কম কী।'

Rezaul Karim Mridha, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি, ইটালি

জা ৷ র্মা ৷ নি

জীবন যখন যেমন

মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত আমি এই প্রথমবারের মতো কোনো প্রকার মালামাল ছাড়া এক কাপড়ে দেশে যাচ্ছি। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়েতে বিমানের চাকার ঝাঁকুনিতে যখন ঘুম ভাঙে তখন স্থানীয় সময় ভোর ৬টা। বিমানের অপ্রত্যাশিত নিয়মানুবর্তিতায় বেশ মুগ্ধ হলাম। বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে ছুটে গেলাম মিরপুর ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে। আমার সমস্ত উৎকণ্ঠা, সমস্ত আশঙ্কাকে ভুল প্রমাণিত করে বাবা আমার তখনো বেঁচে ছিলেন ইনটেনসিভ কেয়ারে।

মুমূর্ষু বাবাকে নিয়ে এম্বুলেন্সে করে ছুটে চলেছি রাতের ঝলমলে ঢাকার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। অ্যাম্বুলেন্সের ছাদের ঘূর্ণায়মান নীল আলোর বর্ণচ্ছটা দেখছি অত্যাধুনিক শপিং মলগুলোর কাচের জানালায়। সেই সঙ্গে হেডলাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে ছিন্নমূল মানুষের অজস্র মুখ। অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের শব্দে কোনো গাড়িই সামনে থেকে সরে গিয়ে জায়গা করে দিচ্ছে না। হাসপাতালের সামনে ট্রাকগুলো যেভাবে বিকট শব্দে হর্ন দিয়ে যাচ্ছে তাতে সুস্থ মানুষেরই অন্তরাত্মা কেঁপে যায়, বাবা তো আমার সেখানে হার্টের রোগী। কমফোর্ট, ইবনে সিনা ইত্যাদি নামের দেশ বিখ্যাত রোগ নির্ণয় কেন্দ্রগুলোতে রোগীদের পরীক্ষার নামে চলছে নির্লজ্জ বাণিজ্য, যা শুধু বাংলাদেশেই সম্ভব। সব শেষে বাবা আমার কিছুটা সুস্থ হলেন। বাবার গৃহ প্রত্যাবর্তন দিনে সব কষ্ট ভুলে গেলাম। বাবা সুস্থ হবার পর আরো দুই সপ্তাহ ঢাকায় অবস্থান করার পর পুনরায় বাংলাদেশ বিমানে ফ্রাঙ্কফুর্টের উদ্দেশে ফিরিতি যাত্রা। কিন্তু বিমান এবার বিগড়ে গেল। ঢাকা বিমানবন্দর থেকে তিন ঘন্টা দেরি করে জেদ্দার পথে যাত্রা করে। রোমে প্রায় দুইশ' পঞ্চাশজন যাত্রীকে বিমানবন্দরে বারো ঘন্টা বসিয়ে রাখার পর হোটেলে পাঠানো হয়। দীর্ঘ সময়েও বিমান মেরামত করতে ব্যর্থ হওয়ায় পরদিন সন্ধ্যায় জার্মান বিমান লুফ্‌ৎহানসায় করে আমাদের ফ্রাঙ্কফুর্টে পাঠানো হয়।

গল্পটা এতটুকু হলেই ভালো ছিল। কিন্তু ফ্রাঙ্কফুর্টে এবার পৌঁছানোর মাত্র তিন দিন পর বাংলাদেশ থেকে আবার টেলিফোন পেলাম। যেদিন কাজে যোগ দিয়েছি সেদিনই সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে খবর পেলাম বাবাকে আবার বারডেম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে চারদিন ইনটেনসিভ কেয়ারে থাকার পর বাবা আমার এ পৃথিবীর সব মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। পরদিন দুপুরেই আবার বিমানের ফ্লাইট। গন্তব্য ঢাকা। আরোহণের সময় কেবিন ক্রুদের নানা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা এবং চিরাচরিত সেই রবীন্দ্রসঙ্গীত। মালামালবিহীন আমি এবারও এক কাপড়ের যাত্রী। সুযোগ বুঝে এবার বিমানের লোকজন আমার জন্য বরাদ্দ কোটায় নিজেদের পরিচিতজনদের বাড়তি মালামাল গুছিয়ে দিল। দেখেও না দেখার ভান করলাম। বিমান জার্মানির আকাশে ডানা মেলে দিয়েছে একেবারে পূর্বনির্ধারিত সময়ে। ক্যাপ্টেন ঘোষণা দিলেন, শুক্রবার ঢাকার স্থানীয় সময় সকাল ছয়টায় বিমান ঢাকায় অবতরণ করবে। বিমান তখন মাটির পৃথিবী থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট উচ্চতায় ছুটে চলেছে আমার প্রিয় শহর ঢাকার উদ্দেশে। যে শহরের প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে মিশে আছে বাবার সঙ্গে আমার শৈশব-কৈশোরের আজন্ম স্মৃতি। চোখের জলে সবকিছু ঝাঁপসা হয়ে আসছে। জুমার নামাজের পর বাবার জানাজা।।

মোঃ ইসমাইল হোসেন বাবু
Friedberger Anlage 3
60314 Frankfurt, Germany